পলিসি ব্রিফ
৭৮/ ২০১৯

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

ভূমিকা

দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিষয় নিয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সমসাময়িক বিভিন্ন আলোচিত খাতে সুশাসন টিআইবি'র গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অন্যতম প্রাধান্যের ক্ষেত্র। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের কারণে সমবায় খাত বহুলভাবে আলোচিত হয়েছে, বিশেষ করে এ খাতের প্রধান অনুসঙ্গ সমবায় সমিতির নানা ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির সংবাদ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ২০১৪ সালের ১৫ এপ্রিল টিআইবি 'সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সুপারিশ প্রণয়ন করে। গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সমবায় সমিতি তথা সার্বিক সমবায় খাতের ব্যবস্থাপনায় চিহ্নিত সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও অন্যান্য বিদ্যমান সমস্যার প্রেক্ষিতে জনগুরুত্বপূর্ণ এই খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য হালনাগাদ এই পলিসি ব্রিফ উপস্থাপন করা হল।

সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

আইনি সীমাবদ্ধতা ও বিধিমালা সংক্রান্ত

সমবায় সমিতিসমূহের ব্যবস্থাপনায় সার্বিক সুশৃঙ্খলা তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও সমিতির উপ-আইন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছেনা। সর্বশেষ ২০১৩ সালে সমবায় সমিতি আইনে সংশোধনী আনা হলেও এখনও বিভিন্ন ধারায় আইনি ও প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। এছাড়া 'সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন-২০১৩' এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে হালনাগাদ সমবায় সমিতি বিধিমালা এখনও প্রণয়ন করা হয়নি। সমবায় সমিতি নিবন্ধনের ক্ষেত্রে নানা ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি এ খাতের বহুল আলোচিত একটি সমস্যা।

সুপারিশ

১. 'সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন-২০১৩' হালনাগাদ করে যুগোপযোগী 'সমবায় সমিতি আইন' প্রণয়ন করতে হবে। হালনাগাদ আইনে-

- মাঠ পর্যায়ে সমবায় সমিতির প্রাকযোগ্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে আইনে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা থাকতে হবে;
- আমানত ও ঋণ গ্রহণ এবং ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘন করলে সমিতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা থাকতে হবে;
- আমানত সুরক্ষা তহবিল গঠনে সমিতিকে বাধ্য করার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা থাকতে হবে; এবং
- সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে ফৌজদারি যেকোনো অপরাধে ক্ষতিগ্রস্ত সদস্য বা গ্রাহকরা নিবন্ধক বা তার নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ছাড়া আদালতে সরাসরি মামলা করতে না পারার বিধান বাতিল করতে হবে।

২. 'সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন-২০১৩' এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে 'সমবায় সমিতি বিধিমালায়' সংশোধন আনতে হবে।

৩. সমিতির সদস্যদের স্বার্থ সুরক্ষায় সমবায় আইন, উপ-আইন ও বিধি অনুযায়ী কার্যক্রম নিশ্চিত করা সাপেক্ষে সমবায় সমিতিসমূহকে পাঁচ বছর অন্তর অন্তর পুন: নিবন্ধনের ধারা আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

নীতিনির্ধারণী সংক্রান্ত

পূর্বে সমবায় খাতে আর্থিক প্রনোদনার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বিশেষায়িত সমবায় ব্যাংক চালু করলেও বর্তমানে এর কার্যক্রম অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে বিস্তৃত আছে। বিশেষায়িত এই ব্যাংকটির উন্নয়নের মাধ্যমে সমবায় খাতে আর্থিক প্রণোদনার বিষয়টি জরুরি হয়ে পড়েছে। এছাড়া সরকারের অন্যান্য খাতের তুলনায় এ খাতের মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের পদায়নে সামঞ্জস্য না থাকায় দৈনন্দিন কর্মকান্ড ব্যাহত হচ্ছে। সমবায় খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয়হীনতা সমবায় সমিতির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে পরিলক্ষিত হয়েছে।

সুপারিশ

৪. রাষ্ট্রীয় বাজেটে সমবায় খাতের জন্য বাস্তব চাহিদা অনুযায়ী অর্থের সংস্থান করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলোকে পুনঃতফসিলিকরণের মাধ্যমে সচল করতে হবে।

৫. সরকারের অন্যান্য খাতের সাথে সমন্বয় রেখে মাঠ পর্যায়ে সমবায় কর্মকর্তাদের পদমর্যাদায় সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

৬. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উদ্যোগে সমবায় সমিতির নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন, নিরীক্ষা, পরিবীক্ষণ ইত্যাদি কাজকে সহজতর ও গতিশীল করার জন্য সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি'র মধ্যে সমন্বয় সাধন করে একক দর্শন ও দিক-নির্দেশনা ঠিক করতে হবে।

সমবায় সমিতি নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত

নিয়ন্ত্রক ও তদারকি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সমবায় সমিতিসমূহের যথাযথ মূল্যায়নের ব্যবস্থা নেই। ফলে বিভিন্ন সমিতি নিয়মবহির্ভূত কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ছে। অন্যদিকে সমবায় সমিতিসমূহের সার্বিক কার্যক্রম নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস্ সুবিধা নেই যা সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতারা সমিতির নিবন্ধন সেবাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় অধিক সময় ব্যয়ের পাশাপাশি নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অধিক অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য হয়। সুতরাং সমবায় খাতের সুষ্ঠু বিকাশে এ খাতের গুরুত্বপূর্ণ সেবাসমূহ ডিজিটালাইজড করার বিষয়টি এখন সময়ের দাবি। অন্যদিকে সমবায় খাতের সুশাসন নিশ্চিতকরণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে সমবায় সমিতিকে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব উদ্যোগে সুনির্দিষ্ট সময়াবদ্ধ শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণের পাশপাশি তা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ জরুরি হয়ে পড়েছে।

সুপারিশ

৭. সমিতিগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে কার্যকরতার মূল্যায়ন সাপেক্ষে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. সমবায় অধিদপ্তরের অধীনে পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষা বিভাগ গঠন করতে হবে যার বিস্তৃতি হবে উপজেলা পর্যন্ত। সমবায় কর্মকর্তা এবং সমবায় সমিতির সদস্যদের নিরীক্ষার বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৯. সমবায় সমিতির কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমবায় কর্মকর্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার, ইন্টারনেটসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস্ সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে।

১০. সমবায় সমিতির নিবন্ধন অনলাইনভিত্তিক করাসহ সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের কার্যক্রম অনতিবিলম্বে ডিজিটালাইজড করতে হবে।

১১. সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক গণমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের কাছ থেকে স্বপ্রণোদিত হয়ে সমবায় খাতের অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহপূর্বক সমস্যা সমাধানকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২. সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক দুর্নীতিগ্রস্ত সমবায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িত ও অদক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য নেতিবাচক প্রণোদনার পাশাপাশি কার্যসম্পাদনে দক্ষ ও সৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ইতিবাচক প্রণোদনা নিশ্চিত করতে হবে।

১৩. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে সমবায় সমিতিকে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব উদ্যোগে সুনির্দিষ্ট সময়াবদ্ধ শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের তথ্য নিয়মিত প্রকাশ করতে হবে।

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২

ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh